Vol. 36 | No. 3 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নাজীব মাহ্‌ফূজের সাহিত্যে জীবনসত্য

Volume	36
Issue	3
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ আবুবকর সিদ্দীক
Published online	June 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i3.5
Pages	115-130
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নাজীব মাহ্ফূযের সাহিত্যে জীবনসত্য

মোঃ আবুবকর সিদ্দীক

সমকালীন আরবী সাহিত্যে মিসরের নাজীব মাহ্ফূয (জন্ম ১৯২১ খ্রীস্টাব্দ)[১] উল্লেখযোগ্য একজন কথাশিল্পী। বিশ্ব সাহিত্যে সাড়া জাগানো উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধ রচনার জন্য তিনি ১৯৮৮ সালে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। নোবেল পুরুস্কার এই প্রথম হলেও নাজীব বহুবার সাহিত্য ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদকে ভূষিত হন। শিল্প ও সাহিত্যে চল্লিশ দশকে অবদান রাখার জন্য তিনি সম্মানজনক ''আরবাইনাত'' পদকও লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে উপন্যাস *রাদূবীস* (রাজনর্তকী) রচনার জন্য তিনি 'কূত আল-কুলুব আল দিমারদাসীয়্যাহ'' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে *নিকফিহ্ তীবা* (থিবসবাসীদের সংগ্রাম) উপন্যাসের জন্য তিনি মিসরের শিক্ষাও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় পদক লাভ করেন। *খান আল-খলীলী* উপন্যাস রচনার জন্য তিনি ১৯৪৬ সালে আরবী ভাষা একাডেমী পুরস্কার অর্জন করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিযোগীতায় অংশ নেন এবং তাঁর *কাসার আল-শাওক* উপন্যাস রচনার জন্য তিনি পদক প্রাপ্ত হন। একই সালে ত্রয়ী উপন্যাসটি সাহিত্য ক্ষেত্রে তার জন্য রাষ্ট্রীয় পদক বয়ে আনে। ১৯৬২ সালে সাহিত্যে মান ও যোগ্যতার প্রতিযোগীতায় তিনি প্রথম শেণীর পদক লাভ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি মিশরের জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে নাজীব মিসর সরকারের সর্বোচ্চ সম্মান রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'দি কলার অব দ্যা রিপাবলিক' অর্জন করেন। পরে তিনি অত্যন্ত সম্মানজনক 'লোটাস' পুরস্কারও লাভ করেন। তিনি তাঁর *সুলাসিয়্যাত* (ত্রয়ী উপন্যাস) রচনার জন্য আরব-ফরাসী সংহতি পরিষদের পুরস্কারও লাভ করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি মিসরের আলমনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৮৮ সালে নোবেল বিজয়ের প্রক্কালে তিনি 'কিলঙ্গা আল নীল' (নীলনদের মালা) পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন। ১৯৮৮ সালে নোবেল প্রাইজ লাভের পর ১৯৮৯ সালে তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর মিসরীয় সাহিত্য পারিষদ তাঁকে আমীদ আর রিওয়ায়া আল আরাবিয়্যা (Doyen of Arab Novel) উপাধিতে ভুষিত করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স এবং ডেনমার্ক ও বিভিন্ন সময় তাঁকে রাষ্ট্রীয় ভাবে অনারারী ডিগ্রী প্রদান করেন।[২]

মিসরের কফি হাউজ ও সেলোনগুলো নাজীব মাহ্‌ফুযের সাহিত্যকর্মের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। কফি হাউজগুলোতে তার সামাজিক সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হয় এবং এগুলোকে তাঁর সাহিত্যিক সেলোন ও ক্লাবের পর্যায়ে ধরা হয়। নাটকও চলচ্চিত্রের কর্মকাণ্ড এখানে হয়। তবে নাজীব মাহ্‌ফুযের চোখের দৃষ্টি ও শ্রবনশক্তি কমে যাওয়ার পর থেকে তিনি আর কোন সভাসমিতি বা ক্লাবে গমন করেন নি। দৈনিক ও মৌসুমী ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি এখনো এসব কফি হাউজে গমন করে থাকেন। গ্রীষ্মকালে কায়রো থেকে আলেক জান্দ্রিয়া শহরে তিনি নিজেই সফর করে থাকেন। কফিহাউজ গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আব্বাশিয়্যা এলাকার উরারী কফি হাউজ, আল হোসাইনে অবস্থিত আল ফীশাভী কফি হাউজ, আর উপেরার কাযীনো কফি হাউজ, কাসর আল নীল এলাকার কাযীনো কফি হাউজ, বাতরো এর কাযীনো কপি হাউজ, লোনা বারক এর কফি হাউজ, আলেকজান্দ্রিয়ার সান ইস্‌তিকানো কফি হাউজ, রীশ-এর কফি হাউজ, এবং সব শেষে কায়রোর তাহ্‌রীর ময়দানে অবস্থিত আলী বাবা কফি হাউজ। বিগত ৩৪ বছর যাবৎ নাজীব মাহ্‌ফুয কিরশা সহ এসব কফি হাউজে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। এর মধ্যে এক দিনের জন্যও বৈকালিক আড্ডায় তিনি অনুপস্থিত থাকেন নি। ফলে তিনি কায়রোর সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দশা, প্রেম-ভালবাসা, ঘৃণা, ক্ষোভ, ক্রোধ, হিংসা, প্রতিবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি সতর্ক আলোকচিত্র শিল্পীর মতো মনের ক্যামেরায় সে সব ধরে রাখেন। পরে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি সে সব উপন্যাস ও ছোট গল্পে প্রকাশ করেন। নাগরিক জীবনের যন্ত্রণা ও দুঃখ কষ্ট কায়রোর শহরের অধিবাসীদেরকে ঘিরে আছে। সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকার আনন্দে সেসব যন্ত্রণা সহ্য করছে। নাজীব মাহ্‌ফূয তাদেরকে ভালবেসেছেন। তিনি নিজেও সংগ্রাম করে বেঁচে আছেন। অঢেল অর্থবিত্ত তাঁর নেই। আছে শুধু একটি স্পর্শকাতর শিল্পীমন। এই মনের তুলিতে তিনি মানব জীবনের বিচিত্র কাহিনী নিরলসভাবে এঁকে চলেছেন। বিত্তবান আর

বিত্তহীন তথা ধনী-গরীবের সংঘাত যুগে যুগে দেশে দেশে চলে এসেছে। এবং ভবিষ্যতেও চলবে। নাজীব মাহ্ফূয একজন দক্ষ কারিগরের ন্যায় তাঁর উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও ছোট গল্পে এই সংঘাতের একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন।[৩]

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা থেকে নাজীব মাহ্ফূয শুধু উপন্যাস ও ছোটগল্পকে বেছে নেন। প্রথম জীবনেই তিনি ছোটগল্প লেখায় পারদর্শী হতে চেয়েছিলেন। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে তিনি গল্প লেখার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু সাহিত্য পত্রিকাও সাময়িকীগুলোতে তাঁর রচিত প্রবন্ধের চেয়ে গল্পের পাঠকদেরকে অধিক আগ্রহী দেখা যায়। তখন থেকে তিনি একজন সফল গল্পকার হিসাবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেন। দর্শনের উপর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন বলে তিনি সাহিত্য সমালোচনামূলক রচনার কোন চেষ্টা করেন নি। তিনি আরবী কবিতা রচনারও চেষ্টা করেন নি। অথচ কবিতা রচনার মাধ্যমেই অনেক আরব পণ্ডিতের সাহিত্যসাধনা আরম্ভ হয়। গল্প রচনার অসাধারণ ক্ষমতা নাজীব জন্মগতভাবেই অর্জন করেছিলেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি সাহিত্যের মোহে আচ্ছাদিত হন। দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সাথে তাঁর পরিচিতি কাল্পনিক সাহিত্যের জন্য তাঁর প্রচণ্ড আবেগ দমন করতে পারেনি। সম্ভতঃ এ আবেগই তাঁকে সাহিত্যের কলাকৌশল অর্জনে বহুমুখী হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করে। তাঁর মতে শিল্পীজনোচিত সাহিত্য (আল-কিস্যা আল-ফান্নীয়্যাহ) একটি সাধারণগল্পের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। এ ধরনের সাহিত্য চরিত্রবর্ণনা, মনোবিজ্ঞান, গীত ধর্মিতা, ব্যঙ্গকৌতুক, দার্শনিক বিষয়বস্তু এবং সামাজিক কল্পনার মত অনেক মানবীয় মূল্যবোধকে নিশ্চিত বাস্তব রূপ দিয়ে থাকে। ১৯৪৫ সালে নাজীব "আল-কিস্যা ইন্দ আল আক্কাদ" (আল-আক্কাদের মতে গল্প) শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধে উক্ত মতামত ব্যক্ত করেন। প্রবন্ধটিতে তিনি কথা সাহিত্যকে আধুনিক যুগের কবিতা বলে উল্লেখ করেন। এটা বিজ্ঞান, শিল্প ও বাস্তবতাকে একটি নতুন শিল্পে রূপ দেয় যা আধুনিক মানুষের আবেগ, কল্পনা ও বাস্তবতার সাথে পুরাতন আকর্ষণের সমন্বয় করে থাকে। ফলে নাজীব বৈজ্ঞানিক না হয়ে একজন শিল্পী রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। এবং দর্শন ত্যাগ করে আধুনিক স্টাইল ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় মনোনিবেশ করেন।[৪]

এই পর্যায়ে নাজীব মাহ্ফূয একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ও লেখক হতে আগ্রহী হন। একজন সার্থক ঔপন্যাসিক হওয়ার জন্য তিনি সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিকদের জীবন-আলেখ্য পড়তে থাকেন। বিদেশী ভাষায়

কিছুটা দক্ষতা অর্জনের ফলে তিনি ইংরেজী, ফরাসী, জার্মানী, রুশ ও ইতালী ভাষায় লিখিত অনেক কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প লেখকদের আত্ম-জীবনী ও সাহিত্য কর্ম ব্যাপক পড়াশুনা করেন। ইংরেজ কবি ও নাট্যকার জন ড্রিংকওয়াটার (মৃ. ১৯৩৭ খ্রীঃ)-এর লিখিত *The Outlines of Literature* গ্রন্থটি তাঁকে বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করে। তিনি উনিশ শতকের শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা সাহিত্যের সেরা গ্রন্থগুলো পাঠ করেন। তিনি কখনো একজন লেখক বা একটি সাহিত্য গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর পাঠ সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি সর্ব যুগের প্রতিনিধিত্বশীল লেখকদের দুই একটি বই মনোনয়ন করে পড়তেন। এই পর্যায়ে নাজীব উপন্যাস বিবর্তনের ধারায় আরবী উপন্যাসের মধ্যে পাশ্চাত্য উপন্যাসের কলাকৌশল ও ঐতিহ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। তবে আরবী জাতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য ও অনুপ্রেরণা তাঁর সাহিত্যকর্মে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তিনি এক হাজার এক রজনী বা আরব্য উপন্যাস (আলফ লায়লা ওয়া লায়লা) দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি মিসরীয় জাতীয়তাবাদের নবজাগরণে জাতীয় পরিবেশের সাথেও সম্পর্কযুক্ত হন। তবে নাজীব মাহ্‌ফুয উপন্যাস, নাটক ও ছোটগল্প লেখায় তাঁর স্বকীযতা বজায় রাখেন। পক্ষান্তরে জাহিলী ও ইসলামী যুগের কয়েকজন প্রখ্যাত আরব কবির রচনা ব্যতীত পুরাতন আরবী সাহিত্য অধ্যয়নে তেমন মনোনিবেশ করেননি। তাই আধুনিক আরবী সাহিত্যিকদের উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখা দ্বারা তিনি বহুলাংশে প্রভাবিত হন। তাঁর লেখায় মাহ্‌মূদ তাইমূর, ত্বাহা হোসাইন, আব্বাস মাহ্‌মূদ আল-আক্কাদ্, তাওফীক আল হাকীম ও ইয়াহ্ ইয়া হাক্কীর স্টাইলের বেশ মিল দেখা যায়। আল মানফা লূতীর ছোটগল্প ও আব্বাস মাহ্‌মূদ আক্কাদের *সারা* উপন্যাস নাজীবকে বেশ প্রভাবিত করে। *সারা* উপন্যাসটিকে তিনি আরবী ভাষায় লিখিত প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের নমুনা হিসাবে দেখতে পান। মিসরের উদীয়মান সমালোচক ও কোরআনের পণ্ডিত সৈয়দ কুতুব নাজীবের *খান আল-খলীলী, আল-কাহিরা আল-জাদীদা* ও *যুকাক আল-মিদাক* শীর্ষক তিনটি উপন্যাসকে আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যের উৎস বলে বর্ণনা করেন এবং রচয়িতাকে যথাযথ স্বীকৃতি না করলে মিসরের সাহিত্যসমালোচকদের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি নাজীবের কথা সাহিত্যের কাঠামোকে নাট্যকার তাওফীক আল-হাকীমের নাটকের প্লট (আল-হাবাকা)-এর সাথে তুলনা করেন।[৫]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিসর সহ সারা বিশ্বের প্রবহমান মর্মান্তিক ঘটনাবলি নাজীবের জীবনসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে দারুণ ভাবে নাড়া দেয়। সমস্ত মুসলিম বিশ্বের

সামাজিক ও রাজনৈকি বিরোধ, রাজনৈতিকদলগুলোর একের পর এক পতন, মিসরের উপর অক্ষশক্তির বিমান হামলা, হিটলারের নাজী বাহিনীর ভয়াবহ আক্রমণ, মুসলিম রাষ্ট্র গুলোর মধ্যে মতবিরোধ, নেতাদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ইত্যাদি নাজীবের সচেতন অন্তরকে খুব ব্যথা দেয়। তাঁর কোমল অন্তর ভয়ে ও ঘৃণায় আতঙ্কিত হয়। ফলে তাঁর এই সময়ের সাহিত্যকর্ম নৈরাশ্য, অদৃষ্টবাদ ও হতাশাপূর্ণ ছিল। সরাসরি বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করলেও একজন সমাজসচেতন সমকালীন সাহিত্যের পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে তিনি বিপ্লবী সাহিত্য সৈনিকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি এই সব জিজ্ঞাসার সময়-উপযোগী উত্তর ও সমাধান দিয়েছেন। মিসরের প্রাচীন সভ্যতা ও রাজনীতির ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রথমে ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেন এবং পরে সমসাময়িক মিসরের ঘটনাপ্রবাহকে সামনে রেখে সামগ্রিক ঘটনা কেন্দ্রিক নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখেন। ১৯৫২ সালে মিসরের স্বাধীনতা বিপ্লবের প্রক্কালে তিনি পুরাতন মিসরীয় সমাজব্যবস্থার আর সামালোচনা না করে বাদশাহ্ ফারুকের অত্যাচারী শাসনের কঠোর সমালোচনাকে সমাজসংস্কারের একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ মনে করেন। তিনি তাঁর রচনায় এই সব অত্যাচারের সঠিক প্রতিবেদন তুলে ধরেন। ১৯৫২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে মিসরের পুরাতন সমাজ-কাঠামোর বিলুপ্তি ঘটলে নাজীব মাহ্ফূয আধুনিক মিসরকে কেন্দ্র করে অনেক উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেন। তবে অধিকাংশ স্বাধীন চেতনা ও বামপন্থী লেখক সমাজ এই অভ্যুত্থানকে সমর্থন করতে পারেননি। রাজনৈতিক দলগুলো সামরিক বাহিনীর দমননীতির ফলে স্তব্ধ হয়ে গেলেও নাজীব সহ্ অনেক লেখকই এর নিরব প্রতিবাদ জানান। ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে নাজীব একজন ভিন্নধর্মী লেখক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম বিশেষ করে *আওলাদ হারাভিলা* (আমাদের গলির ছেলে-মেয়ে) এই রূপক উপন্যাসটি সরাসরি একটি নতুন জীবন-দর্শন প্রদান করে। এটা লেখকের একটি শৈল্পিক উপস্থাপনা মাত্র। এই নতুন দর্শন তাঁকে আধ্যাত্মিক ও অতি-প্রাকৃতিক একটি শক্তিতে বিশ্বাসী করে তোলে। এই ধরনের একটি বিশ্বাস কেবল প্রায়শ্চিত্ত, ভালবাসা এবং জ্ঞানের দ্বারাই অর্জন করা যেতে পারে। বাস্তবে এই ধরনের বিশ্বাস কারো জন্যই সুফল বয়ে আনতে পারেনা। কারণ বর্তমান সমাজ লোভ, হিংসা, দুঃখ-দুর্দশা ও শোষনমুক্ত নয়। এসব মানুষের মনকে অবশ্যই কলুষিত করে। পরিষ্কার মন সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবল মানুষ আল্লাহকে পেতে পারে। নাজীব তাঁর লেখায় যে জীবন-পদ্ধতি কামনা করেছেন, তাকে তিনি সূফী সমাজতন্ত্র বলে বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের দর্শন

মিসরের সূফী মতবাদের সাধারণ প্রবণতার পরিপন্থী ছিল। ফলে ষাটের দশকে সূফী মতবাদের উপর ভিত্তি করে নাজীবের প্রকাশিত উপনাস ও ছোটগল্পগুলো বিজ্ঞানের প্রতিপাঠকের বিশ্বাসকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়। পরে নাজীব মাহ্ফূয এই মতবাদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং সাহিত্য-সাধনাকে ভিন্ন ধারায় পরিচালিত করেন।[৬]

১৯৬৬ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত নাজীব মাহ্ফূয যে সব নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্প ও প্রবন্ধ রচনা করেন তাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন মিসরের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি, মিসর সহ সমস্ত মুসলিম বিশ্বের উপর হিটলারের নাজী বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা, জার্মানীদের বিমান হামলার প্রচণ্ডরূপ, কর্নেল নাসিরের আমলের বিপ্লব, বাদশাহ্ ফারুকের স্বৈরাচারী শাসনামলের বিভীষিকা, অত্যাচার, অবিচার ও নিপীড়ন, আনোয়ার সাদাতের শামনামলের ভূয়সী প্রশংসা, ইউরোপীয় অপসংস্কৃতির অনুকরণের কুফল বর্ণনাসহ বিচিত্র বিষয় স্থান পায়। নাজীবের এইসব সচিত্র প্রতিবেদনের মধ্যে মিসরবাসী তথা সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত জাতি নিজ নিজ জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে পায়। উল্লেখ্য যে বর্তমানে নাজীব মাহ্ফুযের বয়স প্রায় ৮২ বছর। ১৯৫৪ সালে ৪২ বছর বয়সে তিনি আতিয়াল্লাহ্ নামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি উম্মে কুলসূম ও ফাতিমা নামক দুই কন্যার পিতা। তিনি প্রাচ্যের গান খুবই পছন্দ করেন এবং গায়িকা হিসাবে উম্মে কুলসূমের গান অধিক ভালবাসেন। তাই তিন তাঁর বড় মেয়ের নাম উম্মে কুলসূম রাখেন। উম্মে কুলসূমকে তিনি হাদী এবং ফাতিমাকে ফাতিন বলে ডাকেন। ১৯৬২ সাল থেকে নাজীব বহুমূত্র রোগে ভুগছেন। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি সরকারী চাকুরীতে কর্মচারী ও কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি সমাজের বিভিন্ন ধরনের লোকের সাথে চলাফেরা করেছেন এবং বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন। তাঁর রচনাবলিতে এই সব অভিজ্ঞতার সন্ধান এবং জনসাধারণের জিজ্ঞাসার সমাধান পাওয়া যায়। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর তিনি মিসরের বহুল প্রচারিত দৈনিক *আল আহরাম* (পিরামিড) পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হিসাবে সরাসরি জড়িত হন। এখনো তিনি এই পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে কাজ করে আসছেন। পত্রিকাটিতে তিনি তাঁর অনেকগুলো ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন।[৭]

নাজীব মাহ্‌ফূয এপর্যন্ত ৩৪টি উপন্যাস, ১৪টি ছোটগল্প সংকলন, ৭টি একাঙ্কিকা নাটক, একটি অনুবাদ গ্রন্থ, একটি সংলাপ গ্রন্থ, একটি শিশু সাহিত্যগ্রন্থ এবং ৩টি প্রবন্ধ সংকলন রচনা করেন। প্রবন্ধ সংকলনের প্রত্যেকটিতে ১০০ এর উপর প্রবন্ধ রয়েছে। ছোট গল্প সংকলন গুলোতে প্রায় ২০০ ছোট গল্প স্থান পেয়েছে। নাজীব মাহ্‌ফূযের উপন্যাস ও ছোটগল্প চলচ্চিত্রের রূপ দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকের উপন্যাসও ছোটগল্পকে—যার সংখ্যা ৩৫ হবে, চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্যাকারে বা নাট্যাকারে তৈরী করেন। নাজীবের প্রায় সব কটি উপন্যাস ও ছোট গল্প চলচ্চিত্রের জন্য তৈরী করা হয় এবং মিসরের প্রেক্ষাগৃহে ও টেলিভিশনে তা নিয়মিতভাবে দেখানো হয়। বিদেশে এসব গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বর্তমানে লেবাননের আল-দার আল-মিসরিয়্যাহ্‌ নাজীব মাহ্‌ফূযের রচিত সমস্ত প্রবন্ধ, যা ১৯৩৪ সাল থেকে লেখা হয় এবং মিসরও মিসরের বাইরে জার্নাল ও পত্রিকায় ছাপা হয়, তা ধারাবাহিক ভাবে ছাপানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।[৮] নিম্নে এ সবের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলো:

১। মঞ্চ নাটক: ৭টি একাঙ্কিকা নাটকের মধ্যে ৫টি নাজীবের ছোটগল্প সংকলন-*তাহত আল-মিযাল্লা* (সামিয়ানার নীচে)-তে স্থান পেয়েছে। সেগুলো হলো:[৯]

(ক) *ইউমিতু ওয়া ইউহ্‌য়ী* (যিনি জীবন ও মৃত্যু দেন): নাটিকাটি ৩২ পৃষ্ঠার। এর মঞ্চ দুইভাগে বিভক্ত। সামনের ভাগে রয়েছে দুই তৃতীয়াংশ আয়তন বিশিষ্ট মেঝে যেখানে নাটকের দৃশ্য প্রকাশ পাচ্ছে। এর মাঝে রয়েছে একটি খেজুর গাছ, যার পাশে রয়েছে নিরব শাখাগুলো। মঞ্চের পশ্চাৎভাগে উঁচু সিঁড়ির ধাপসমূহ—যা পাথরের তৈরী বাড়ীর বাইরে বেঞ্চের ন্যায়, যেখানে অন্ধকার বিরাজ করছে। সেখানে নিদ্রিত অথবা অর্ধ নিদ্রিত লোকের সমাবেশ রয়েছে। চরিত্রটি বিচ্ছিন্ন চরিত্র। পর্দা সরে গেল। মঞ্চে রয়েছে একজন সুন্দরী যুবতী, খেজুর গাছ ও ডালার মাঝে আসা-যাওয়া করছে। পোশাক ও মেকাপ পরিবেশ অনুযায়ী। অন্যান্য চরিত্রে যারা অভিনয় করবে তাদের পোশাকও অবস্থানুসারে। পর্দা সরে যাওয়ার সাথে সাথে দর্শকদের হাত তালি। মঞ্চের বা দিক থেকে দুইজন লোকের আগমন। একজন অন্যজনকে গাল ও ধমক দিচ্ছে এবং উভয়ের চিৎকার শুনা যাচ্ছে। নাটকটির চরিত্রে একজন যুবতী, একজন যুবক, একজন ডাক্তার, একজন অসাধারণ ব্যক্তি ও একজন ভিক্ষুক রয়েছে। নাটকটির বিষয়বস্তু হলো প্লেগরোগে আক্রান্ত হলে একজন লোক ডাক্তারের চিকিৎসায় ভাল হলেও পরে মারা যায়। নাটকটি সামাজিক বিষয় ও উপাদানকে কেন্দ্র করে রচিত।

(খ) *আল-তারিকা* (উত্তরাধিকারী): নাটকটি ২৮ পৃষ্ঠার। স্থান হলো- আল্লাহর ওলীর ঘরে অপেক্ষার কামরা। নাটকটির চরিত্রে রয়েছে- একজন যুবক, একজন যুবতী, একজন ভৃত্য, একজন সরকারী আইন অফিসার, একজন প্রকৌশলী ও একজন সচিব। এটাও একটি সামাজিক নাটক।

(গ) *আল নাজাত* (পরিত্রাণ): নাটকটি ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত। এর বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছে একজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক, একজন বন্ধু ও একজন সরকারী অফিসার।

(ঘ) *মাশরুলি আল-মুনাকাশা :* নাটকটি ৩১ পৃষ্ঠার। এর বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছে পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা-অভিনেত্রী সমালোচক, সচিব, নাট্যকার। নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য এটি একটি মহড়া মূলক নাটক। এর বিষয়বস্তুও সামাজিক।

(ঙ) *আল-মু'আম্মা:* নাটকটি ২৮ পৃষ্ঠার। এর বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছে একজন যুবক, একজন লোক, একজন যুবতী। এটা একটি সামাজিক নাটক।

অবিশিষ্ট দুইটি নাটক নাজীবের ছোটগল্প সংকলন *আল-শায়তান ইয়ায়িস* (শয়তানের উপদেশ)-এ স্থান পেয়েছে। সেগুলো হলো:[১০]

(ক) *আল-জাবাল* (পাহাড়টি): একাঙ্কিকা নাটকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮। এর বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছে একজন কয়েদী, একজন অত্যাচারী হাসানী, রমণী, ইসমাইল, হিলসী ও হিবা ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ। এটা একটি প্রহসন। এর বিষয় বস্তুতে সমসাময়িক মিসরীয় সমাজ ব্যবস্থার পরোক্ষ চিত্রতুলে ধরা হয়েছে।

(খ) *আল-শয়তান ইয়ায়িযু* (শয়তানের উপদেশ): এটা একটি একাঙ্কিকা নাটক। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২। এর বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছে একজন প্রহরী মূসা বিননুসাইর তালিব বিন সাহাল, আবদ আল-সামাদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। ঐতিহাসিক ঘটনবলী অবলম্বনে নাটকটির বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। এটাও একটি প্রহসন।

উল্লিখিত ৭টি নাটকের মধ্যে প্রথম তিনটি নাটককে নাট্যকার মুস্তফা বাহজাত মুস্তফা মিসরের জনপ্রিয় ভাষায় বা আঞ্চলিক ভাষায় সাজিয়ে নাট্যরূপ দেন এবং পরিচালক আহ্মদ আবদ আল-হালীম ১৯৬৯ সালে নাটিকা হিসাবে মঞ্চস্থ করেন।

নিম্নে নাজীব মাহ্ফূযের যে সব উপন্যাস ও ছোট গল্প নাটকের জন্য তৈরী করে মঞ্চস্থ করা হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলোঃ[১১]

১। *যুকাক আল-মিদাক* (মিদাক গলি): উপন্যাসটি ১৯৪৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় (এর ১০ম সংস্কারণ বের হয় ১৯৮২ সালে)। নোবেল বিজয়ের পর মাকতাবা মিসর ১৯৮৯ সালে উপন্যাসটি প্রকাশ করে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৭। এটা একটি সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসটিতে নাজীব মিসরের সামাজিক পরিবেশ, জাতির স্বভাব চরিত্র, পাশ্চাত্য পেশা এবং অদ্ভুত গ্রামীণ জীবনের বর্ণনা চিত্রিত করেছেন। আমীনা আল-সাভী উপন্যাসটির ফিল্ম স্ক্রিপ্ট তৈরী করেন এবং নাট্যকার কামাল ইয়াসিন ১৯৫৮ সালে এর মঞ্চনাট্য পরিচালনা করেন। আবার ১৯৮৪ সালে বাহ্‌জাত কামাল উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন এবং পরিচালক কামাল ইয়াসিন এটাকে মঞ্চস্থ্ করেন।

২। *বিদায়া ওয়া নিহায়া* (সূচনা ও সমাপ্তি): এটা একটি সামাজিক ও বিয়োগান্তক উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রথম ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়। এর চতুর্দশ সংস্করণ বের হয় ১৯৮৪ সালে। নাজীবের নোবেল প্রাপ্তির পর ১৯৮৯ সালে উপন্যাসটি আবার প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৩। উপন্যাসটিতে নাজীব মাহ্‌ফূয মিসরের একটি দরিদ্র পরিবারের সূচনা ও সমাপ্তির চিত্র তুলে ধরেছেন। নায়িকা নাকীসার জীবনের সূচনা ও পরিণাম দুঃখ কষ্টে অতিবাহিত হয়েছে। উপন্যাসটিকে আনোয়ার ফাতহুল্লাহ্ নাট্যরূপ দেন এবং পরিচালক আবদ আল-রহীম আল-যারকাভী ১৯৬০ সালে এটাকে মঞ্চায়িত করেন। আবার ১৯৭৬ সালে আহমদ আবদ্ আল-মু'তী এটার নাট্যরূপ দিলে নাট্যকার ফাতহী আল-হাকীম এটাকে পরিচালনা করেন। পুণরায় আনোয়ার ফাতহুল্লাহ ১৯৮০ সালে এর নাট্যরূপ দেন এবং আবদ আল- গাফফার আওদা এর পরিচালনা করেন।

৩। *বায়ন আল-কাসরাইন* (বায়নাল কাসরাইন সড়ক বা গলি)ঃ উপন্যাসটি নাজীব মাহ্‌ফূযের ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম অংশ। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মিসরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে উপন্যাসটি বিবেচনা করা হয়। পরিবারের প্রধান পিতা সৈয়দ আহ্‌মদ আবদ আল-জাওয়াদ কে অবলম্বন করে পরিবারটির সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন শুরু হয়। নাজীব মাহ্‌ফূয তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এই বিবর্তনের একটি সুন্দর ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা উপন্যাসে দিয়েছেন। ১৯৫৬ সালে উপন্যাসটি প্রথম প্রমাশিত হয়। এর দ্বাদশতম সংস্করণ বের হয় ১৯৮৩ সালে এবং এটা সর্বশেষ প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭৬। নাট্যকার আমীনা আল-সাভী উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দেন এবং ১৯৬০ সালে পরিচালক সালাহ্ মানসূর মঞ্চায়িত করেন।

৪। *কাস্‌র আল-শাওক* (কাস্‌র আল-শাওক গলি): এটা নাজীবের ত্রয়ী উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশ। ১৯৫৭ সালে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৪ সালে এর দ্বাদশ সংস্করণ বের হয়। মিসরের মাকতাবা মিসর ১৯৮৯ সালে এর সর্বশেষ সংস্করণ বের করে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩৩। নাট্যকার আমীনা আল-সাভী উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দিলে ১৯৬১ সালে পরিচালক কামাল ইয়াসিন মঞ্চায়িত করেন।

৫। *আল-লিস্‌স ওয়া আল-কিলাব* (চোর ও কুকুর): এটা একটি সামাজিক ও প্রহসনমূলক উপন্যাস। ১৯৬১ সালে প্রথম এটা প্রকাশিত হয় এবং এর নবম সংস্করণ বের হয় ১৯৮০ সালে। ১৯৮৯ সালে মাকতাবা মিসর এর সর্বশেষ সংস্করণ বের করে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৩। উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটে সাঈদ মুহরানের হত্যার মাধ্যমে। এভাবে সে তার দায়িত্বহীনতার শাস্তি পায়। তবে সে অত্যাচারী না নিপিড়ীত তা জানা যায়না। সুতরাং উপন্যাসটি বাহ্যত পাপ ও শাস্তির পর্যায়ভুক্ত হলেও প্রকৃত পক্ষে এটা একটা অস্তিত্বহীন আত্মার প্রতিছবি, যে সামাজিকভাবে পরাজিত এবং পরে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নিরাশ ও হতাশ জীবন যাপন করে। ১৯৬১ সালে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হলে নট্যকার আমীনা আল-সাভী এটাকে নাট্যরূপ দেন। পরে ১৯৬২ সালে হামদী গায়স এটাকে মঞ্চস্থ করেন।

৬। আল-জু (ক্ষুধা): ছোট গল্পটি নাজীবের হামস আল-জুনূন (পাগলের মাতলামী) ছোটগল্প সংকলন থেকে গৃহীত হয়েছে। *আল-জু* এর পৃষ্ঠা সংখ্যা৪। ছোটগল্পটিকে ফায়েয হালাওয়াত নাট্যরূপ দেন এবং পরিচালক *কাহওয়া আল-তোতা* শিরোনামে ১৯৬২ সালে এটাকে মঞ্চায়িত করেন।

৭। *খান আল-খলীলী* (খান আল-খলীলী গলি): উপন্যাসটি ১৯৪৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এর দশম সংস্করণ ১৯৭৯ সালে বের হয়। ১৯৮৯ সালে মাকতাবা মিসর এর সর্বশেষ সংস্করণ বের করে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৮। এটা একটি সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসটিতে কায়রোর একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাগ্য বিপর্যয় নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মিসরের প্রখ্যাত নাট্যকার সালাহ্ তান তাভী এর নাট্যরূপ বা ফিল্ম স্ক্রিপ্ট তৈরী করেন এবং ১৯৬৩ সালে প্রযোজক ও পরিচালক হোসাইন কামাল এটাকে মঞ্চস্থ করেন।

৮। *রাওদ আল-ফরাজ* (আনন্দের উদ্যান) : ছোটগল্পটি নাজীবের ছোটগল্প সংকলন *হামস্ আল-জুনূন* আওতাভুক্ত। এটা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে এবং সর্বশেষ সংস্করণ হলো ১৯৮৯ সালে। ছোটগল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪।

নাট্যকার সালাহ্ তানতাভী ছোটগল্পটিকে নাট্যরূপ দেন এবং পরিচালক হোসাইন কামাল ১৯৬৪ সালে এটাকে মঞ্চায়িত করেন।

৯। *মীরামার* (মীরামার পান্থশালা)ঃ উপন্যাসটি মিসরের আলেজান্দ্রিয়ার একটি পান্থশালার প্রামাণিক চিত্র। এটা একটি বিয়োগান্তক উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রথম ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৭৯ সালে এর পঞ্চম সংস্করণ বের হয়। এর সর্বশেষ সংস্করণ মাকতাবা মিসর ১৯৮৯ সালে বের করে। উপন্যাসটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৪। নাট্যকার নাজীব সুরুর উপন্যাসটির নাট্যরূপ তৈরী করে নিজ পরিচালনায় ১৯৬৯ সালে মঞ্চস্থ করেন।

১০। *আল-কাহিরা ৮০* (৮০ এর কায়রো): এটা নাজীবের উপন্যাস *আল-কাহিরা আল-জাদীদা* (আধুনিক কায়রো)। ১৯৪৫ সালে এটা প্রথম প্রকাশিত হয়। এর দ্বাদশ সংস্করণ বের হয় ১৯৮৪ সালে। পরে মাকতাবা মিসর ১৯৮৯ সালে এর বিশেষ সংস্করণ বের করে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৯। এটা একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। নাট্যকার ও পরিচালক সামীর আল-উসফূরী ১৯৮৯ সালে উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করেন।

১১। *হারবাত আল উশশকি* (প্রেমিকদের কোয়ার্টার): ছোটগল্পটি নাজীবের ছোটগল্প সংকলন *হিকায়াত বিলা বিদায়া ওয়া নিহায়া*-তে স্থান পেয়েছে। ছোট গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। নাট্যকার মাহ্‌মূদ আবদ আল-মূতী এটাকে নাট্যরূপ দেন এবং পরিচালক ও প্রযোজক আহ্‌মদ হানী ১৯৮৯ সালে মঞ্চস্থ করেন।

নিম্নে নাজীব মাহ্‌ফূযের যে সব উপন্যাস ও ছোটগল্প চলচ্চিত্রে রূপ দেয়া হয়েছে তার বিবরণ দেয়া হলো:[১২]

১। *বিদায়া ওয়া নিহায়া* (সূচনা ও সমাপ্তি): উপন্যাসটিকে পরিচালক সালাহ্ আবু ইউসুফ ১৯৬০ সালে চলচ্চিত্রের জন্য তৈরী করেন।

২। *যুকাক আল-মিদাক* (মিদাক গলি): উপন্যাসটিকে নাট্যকার ও পরিচালক হাসান আল-ইমাম ১৯৬৩ সালে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

৩। *আল লিস্‌স্ ওয়া আল- কিলাব* উপন্যাসটিকে পরিচালক ও নাট্যকার কামাল আল-শায়খ ১৯৬৩ সালে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

৪। *বয়ন আল-কাসরাইন* উপন্যাসটিকে পরিচালক হাসান আল-ইমাম ১৯৬৪ সালে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

৫। *আল-তারীক* (পথ): পরিচালক হুসাম আল-দীন মুস্তফা ১৯৬৪ সালে উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রের জন্য তৈরী করেন।

৬। *খান আল-খলীলী (খান আল-খলীলী* কোয়ার্টার): আতিক সালিমের পরিচালনায় ১৯৬৬ সালে উপন্যাসটি সিনেমার জন্য তৈরী করা হয়।

৭। *আল-কাহিরা* ৩০ (৩০ এর কাহিরা): উপন্যাসটিকে পরিচালক ও নাট্যকার সালাহ্ আবূ সাইফ আধুনিক কায়রো নামে ১৯৬৬ সালে চলচ্চিত্রের রূপ দেন।

৮। *কাসর আল-শাওক* (কাসর আল-শাওক গলি): উপন্যাসটিকে পরিচালক ও নাট্যকার হাসান আল ইমাম ১৯৬৭ সালে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

৯। *আল-সুম্মান ওয়া আল-খরীফ* (কোকিল ও হেমন্ত): পরিচালক হেসাম আল-দীন মুস্তফা উপন্যাসটিকে ১৯৬৮ সালে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

১০। *মীরামার* (মীরামার পান্থশালা)ঃ পরিচালক ও প্রযোজক কামাল আল শায়খ ১৯৬৯ সালে উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

১১। *আল-সারাব* (মরীচিকা): পরিচালক আনোয়ার আল-শানাভী ১৯৭০ সালে উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

১২। *সারসারা ফাওক আল-নীল* (নীলনদের উপর কথোপকথন): পরিচালক হোসাইন কামাল ১৯৭১ সালে উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রের রূপ দেন।

১৩। *সূয়র মামনূ* 'আ (নিষিদ্ধ ছবি): ছোটগল্পটি নাজীব মাহ্ফূযের ছোটগল্প সংকলন *খাম্মারাত কিত্ত্ব আল-আসওয়াদ* (কাল বিড়ালের সরাইখানা) থেকে নেয়া হয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০। পরিচালক মাদকূর সাবিত ১৯৭২ সালে ছোটগল্পটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

১৪। *আল-সুককারিয়া* (আল-সুক্কারিয়াগলি): উপন্যাসটি নাজীবের ত্রয়ী উপন্যাসের তৃতীয়াংশ। ১৯৫৭ সালে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৪ সালে এর একাদশ সংস্করণ বের হয়। পরে ১৯৮৯ সালে মাকতাবা মিসর এর বিশেষ সংস্করণ বের করে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩২। পরিচালক ও প্রযোজক হাসান আল-ইমাম ১৯৭৩ সালে উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

১৫। *আল- শুহহাত* (লোভীও কৃপণ): ছোটগল্পটিকে পরিচালক ও নাট্যকার হুসাম আল-দীন মুস্তফা ১৯৭৩ সালে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

১৬। *আমীরাত হুব্বী আনা* (আমার প্রিয় নেত্রী): নাজীবের *আল মারাযা* (দর্পণ) উপন্যাস অবলম্বনে *আমীরাত হুব্বী আনা*-কে ১৯৭৪ সালে পরিচালক হাসান আল-ইমাম চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

১৭। *আল কারনাক* (কফি হাউজ): উপন্যাসটি প্রথম ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৬ সালে এর সপ্তম সংস্করণ বের হয়। ১৯৮৯ সালে এর বিশেষ সংস্করণ মাকতাবা মিসর বের করে। উপন্যসাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৮। ১৯৭৫ ফলে পরিচালক আলী বদরখান উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রের রূপ দেন।

১৮। *আল-হুব্ব তাহ্‌ত আল-মাতার* (বৃষ্টির নীচে ভালবাসা): উপন্যাসটি প্রথম ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮০ সালে এর চতুর্থ সংস্করণ বের হয়। ১৯৮৯ সালে এর বিশেষ সংস্করণ মাকতাবা মিসর বের করে। ১৯৭৫ সালে পরিচালক হোসাইন কামাল উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১১।

১৯। *আল-শারীদা* (ভবঘুরে): ছোট গল্পটি নাজীবের ছোট গল্প সংকলন *হাম্‌সা-আল-জুনূন* থেকে নেয়া হয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬। পরিচালক আশরাফ ফাহ্‌মী এটাকে ১৯৮০ সালে চলচ্চিত্রের রূপ দেন।

২০। *ফুতুওয়াত বুলাক* (বূলাক শহরের উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি): নাজীবের উপন্যাস *হিক্বায়াতু হারাতিনা* অবলম্বনে ১৯৮১ সালে পরিচালক ইয়াহ্‌ইয়া আল-ইলমী এটাকে চলচ্চিত্রের রূপ দেন।

২১। *আহ্‌ল আল-কুম্মা (পদস্থ ব্যক্তি:* ছোটগল্পটি নাজীবের ছোটগল্প *সংকলন আল-হুব্ব ফাওক আল-হাদবাত আল-হারাম*-এর অন্তর্ভুক্ত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬। পরিচালক আলীবদর খান ১৯৮১ সালে ছোট গল্পটিকে চলচ্চিত্রে রূপদেন।

২২। *আল-শায়তান ইয়ায়িযু* (শয়তানের উপদেশ): উপন্যাসটিকে পরিচালক আশরাফ ফাহ্‌মী ১৯৮১ সালে চলচ্চিত্রের রূপ দেন।

২৩। *আয়্যূব* (হযরত আয়্যূব আঃ) ছোটগল্পটি নাজীবের ছোটগল্প সংকলন *আল শায়তান ইয়ায়িযু* এর ভেতর স্থান পেয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫। ছোটগল্পটিকে ১৯৮৪ সালে পরিচালক হানী লাশীন চলচ্চিত্রের রূপ দেন। এর কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন মিসরের প্রখ্যাত অভিনেতা উমর শরীফ।

২৪। *আল খাদিমা* (দাসী): ছোটগল্পটি নাজীবের গল্প সংকলন *খাম্মারাত কিত্ত আল-আসওয়াদ*-এর অন্তর্ভুক্ত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮। পরিচালক আশরাফ ফাহমী এটাকে ১৯৮৪ সালে চলচ্চিত্রের রূপ দেন।

২৫। *দুনিয়া আল্লাহ্‌* (আল্লাহ্‌র পৃথিবী): ছোটগল্পটি ১৯৮৫ সালে পরিচালক হাসান আল ইমাম কর্তৃক চলচ্চিত্রে রূপ দেয়া হয়েছে।

২৬। *শাহ্‌দ আল-মালেকা* (রাণীর মধু): উপন্যাসটি নাজীবের উপন্যাস *মাল হামাত আল-হারামীশ* এর ৬ষ্ঠ কাহনী। ১৯৭৭ সালে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৫ সালে এর ৪র্থ সংস্করণ বের হয়। কাহিনীটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০। ১৯৮৫ সালে পরিচালক হুসাম আল-দীন মুস্তফা উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রের রূপ দেন।

২৭। *আল-মোতারিদ (শিকারী):* উপন্যাসটি নাজীবের উপন্যাস *মালহামা আল-হারাফীশের* ৪র্থ কাহিনী। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৭। পরিচালক সামীর সাইফ ১৯৮৫ সালে উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রের রূপ দেন।

২৮। *আল-তুত ওয়া আল-নাবুত:* উপন্যাসটি নাজীবের *মাল হামাত আল-হারাফীশ* উপন্যাসের ১০ম কাহিনী। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪। পরিচালক নিয়ামী মুস্তফা ১৯৮৫ সালে উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

২৯। *আল-হুবব ফাওক হাদ্‌বাত আল-হারাম:* ছোটগল্পটিকে পরিচালক আতিফ আল-তীব ১৯৮৬ সালে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

৩০। *আল- হারাফীশ (হারাফীশের যুদ্ধ):* উপন্যাসটিকে ১৯৮৬ সালে পরিচালক হুসাম আল-দীন মুস্তফা চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

৩১। *আল-জু* (ক্ষুধা): ছোট গল্পটিকে ১৯৮৬ সালে আলী বদর খান প্রযোজনা ও পরিচালনার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

৩২। *আসর আল-হুবব* (ভালবাসার যুগ): পরিচালক হাসান আল-ইমাম ১৯৮৬ সালে উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

৩৩। ওয়াসমাত আর (লজ্জার অপমান): নাজীবের *আল-তারীক* উপন্যাসের আলোকে পরিচালক ও নাট্যকার ১৯৮৬ সালে এটাকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

৩৪। *আসদিকা আল শায়তান* (শয়তানের বন্দুগণ): নাজীবের *মাল হামাত হারাফীশের* এটা একটি কাহিনী। পরিচালক ১৯৮৮ সারে এটাকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

নিম্নে নাজীব মাহ্‌ফূযের প্রবন্ধ সংকলনের বিবরণ দেয়া হলো:[১৩]

১। *হাওল আল- দীন ওয়া আল-দিমুকরাতিয়্যাহ্‌* (ধর্ম ও গনতন্ত্র সম্পর্কে)।

এই সংকলনে নাজীবের ১০০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। ১৯৯০ সালে আল-দার আল-মিসরিয়্যাহ্‌ আল-লুবনানিয়্যাহ্‌ কর্তৃক প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০।

২। *হাওলা আল সাকাফা ওয়া আল-* তালীম (শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর): নাজীব মাহ্‌ফূয শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে যে সব প্রবন্ধ লেখেন তা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই সংকলন গ্রন্থে নাজীবের ১০১টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০। এটি ১৯৯০ সালের বের হয়।

৩। *হাওলা আল-শাবাব ওয়া আল-হুবিরয়্যাহ* (যৌবন ও স্বাধীনতার ওপর): ১৯৯০ সালে যৌবনও স্বাধীনতার গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে যে সব প্রবন্ধ নাজীব মাহ্‌ফূয লিখেন তা এই সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০। ১০৫টি প্রবন্ধ এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৯৯০ সালে এর প্রথম সংস্করণ বের হয়।

তাছাড়া শিশুদের জন্য নাজীব মাহ্‌ফূয *আজাইব আল-আকদার* (ভাগ্যর আশ্চর্যতা): ১৯৯০ সালে পুস্তকটি ছাপা হয়।[১৪] এতদ্ব্যতীত, নাজীব অন্যসব লেখকদের বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস ও ছোট গল্প কে চিত্রনাট্য রূপ দেন। এই ধরনের গ্রন্থের সংখ্যা ২৫টি।

নাজীব মাহ্‌ফূয তাঁর উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প শিশু সাহিত্য ও প্রবন্ধগুলোতে মিসরসহ সমসাময়িক বিশ্বের সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি নিজেও অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। মিসরের পুরাতন ঘুনে ধরা সমাজের করুণ চিত্র তাঁকে প্রায়শই দোলা দিত। তাই পুরাতন মিসরের অলি গলি, রাস্তা ঘাট, অট্টালিকা, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে তিনি তার উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নেন। সমাজের একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে এই ঘুনে ধরা সমাজের সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। পুরাতনের স্মৃতিচারণ করে আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি মিসরবাসীদেরকে উদাত্ত আহ্‌বান জানান। তাঁর সাহিত্যকর্মে বিধৃত জীবনজিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় বলে নিরপেক্ষ বিচারে তিনি নোবেল প্রাইজ অর্জনের গৌরব লাভ করেন। তিনি এখনো নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন। তার স্ত্রী তাঁকে এব্যাপারে সদা সাহায্য করছেন। নাজীব মাহফূযের সাহিত্যে মানবজীবনের দিক নির্দেশনা খুঁজে পাওয়া যায়।

তথ্যনির্দেশ

১ নাজীব মাহ্‌ফূযের জীবন ও কথাসাহিত্য সম্পর্কে দেখা যেতে পারে, মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, 'নাজীব মাহ্‌ফূয ও আরবী কথা সাহিত্য'' সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩২ বর্ষ, ২ সংখ্যা ৩, জুন ১৯৮৯, পৃ. ১৫১-২১৬

২ দ্র. নাজীব মাহ্‌ফূয, *হাওলা আল-শাবাব ওয়া আল-হুরিয়্যাহ* প্রবন্ধ সংকলন (কায়রো: আল-দার আল-মিসরিয়্যাহ আল- লুবনা নিয়্যাহ্‌, ১৪১০ হিঃ/ ১৯৯০ খ্রীঃ), প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২২৪-২২৬

৩ দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫; খলীল হান্না তাদ্‌স, *নাজীব মাহ্‌ফূয আল-উসতূরাত আল-খালিদা* (কায়রো: মাতবা'আত আল-নাস্‌র, ১৯৮৯), পৃ. ২০-২১; ডঃ হাসান আল

-বুন্‌দারী, *ফান্ন আল-কিসা আল-কাসীরা ইন্‌দা* নাজীব মাহ্‌ফূয (কায়রো: মাকতাবা আল- ইন্‌জলো আল-মিসরিয়্যাহ্‌, ১৯৮৮), পৃ.৫-১৩, ১৭-৫৫

৪ দ্র. নাজীব মাহ্‌ফূয, "আল-কিস্যা ইন্‌দা আল-আককাদ", *জার্নাল আল রিসালা* (কায়রো) খণ্ড, ১৩, নং ৬৩৫, পৃ. ৯৫২-৪; ডঃ হাসান আল-বুনদারী, *ফান্ন আল-কিসা আল-কাসীরা ইনদা নাজীব মাহফুয,* পৃ. ২০০-২১০

৫ দ্র. Sasson Someth, The Changing Rhythm (Leiden: E.J. Brill, ১৯৭৩), পৃ. ১-১৩৩.

৬ রাজা ঈদ, *কারা'আত ফী আদব নাজীব মাহ্‌ফূয* (কায়রো: দার বূর সাঈদ ১৯৮৯), পৃ. ৩৯২-৪৬৭

৭ দ্র. নাজীব মাহ্‌ফূয, *হাওলা আল-দীন ওয়া আল-দিমুকরাতিয়্যাহ,* পৃ. ২২৩-৪

৮ দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

৯ দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২৩৪; খলীল হান্না তাদুস, *নাজীব মাহ্‌ফূয আল-উসতূরা আল-খালিদা,* পৃ. ৬০-৬৪; নাজীব মাহ্‌ফূয, *'তাহতা আল- মিযাল্লা,* পৃ. ১০৬-২৫৮।

১০ দ্র নাজীব মাহ্‌ফূয, *আল-শায়তান ইয়ায়িযু* (ছোট গল্প সংকলন), (কায়রো: মাকতাবা মিস্‌র, ১৯৮৮), পৃ. ৩১৩-৩৬৭

১১ দ্র. নাজীব মাহ্‌ফূয, হাওলা আল-সাকাফা ওয়া আল-তা'লীম (প্রবন্ধ সংকলন), (কায়রো: আল-দার মিসরিয়্যাহ্‌ আল-লুবনানিয়্যাহ্‌, ১৪১০ হিঃ/ ১৯৯০ খ্রীঃ) পৃ. ২২৯-৩০

১২ দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২-২৩৪

১৩ দ্র, নাজীব মাহ্‌ফূয, *হাওলা আল-শাবাব ওয়া আল-হুরিয়্যাহ্‌: ঐ, হাওলা আল-দীন ওয়া আল-দিমুকরাতিয়্যাহ; ঐ, হাওলা আল জাকাকফা ওয়া আল-তালীম।*

১৪ দ্র. নাজীব মাহ্‌ফূয, হাওলা আল-শাবাব ওয়া আল- হুরিয়্যাহ্‌, পৃ. ২২৮।

১৫ দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০-২৩১।